তৃতীয় সংস্করণ

বালা-মুসিবত

কারণ ও করণীয়

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

ঈমান সিরিজ - ২

বালা-মুসিবত: কারণ ও করণীয়

www.waytojannah.com

বালা-মুসিবত: কারণ ও করণীয়

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

প্রকাশকঃ

ও.আই.ই.পি

সুইট: ৩০৩, গ-৯/৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন: ০১৭৩৩ ৫৫৯১৩৫

প্রকাশকালঃ

প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট ২০১৩

দ্বিতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৪

তৃতীয় প্রকাশ: জুন ২০১৪

প্রাপ্তিস্থানঃ

ও.আই.ই.পি

সুইট: ৩০৩, গ-৯/৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন: ০১৭৩৩ ৫৫৯১৩৫

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ

ও.আই.ই.পি

মুদ্রণঃ

বিনিময় প্রিন্টার্স লিমিটেড

নির্ধারিত মূল্যঃ

৩০ টাকা মাত্র

Bala Musibat: Karon o Koronio by: Muhammad Naseel Shahrukh.
Published by: OIEP. Fixed Price: TK. 30.00 Only.

---

www.waytojannah.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র সত্তা। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য চাই, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নফসের কুপ্রবৃত্তি ও আমলের অকল্যাণ হতে আল্লাহর আশ্রয় নিয়ে থাকি। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত দেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হেদায়েতকারী নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সকলেই জানি যে দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসিবত সকলের জীবনেই রয়েছে। রাজা-বাদশাহ থেকে শুরু করে হতদরিদ্র ভিখারী পর্যন্ত সকলকেই জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন না কোন কষ্টের স্বাদ আস্বাদন করতে হয় - এটাই বাস্তবতা। কিন্তু খুব কম মানুষই এ কথা উপলব্ধি করে যে জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতিটি ঘটনা সুনির্দিষ্ট কারণে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সংঘটিত হচ্ছে - এলোমেলো ভাবে নয়। প্রতিটি ঘটনার কারণ রয়েছে, রয়েছে তাৎপর্য - কেননা প্রতিটি ঘটনাই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী, তাঁর অনুমতিতেই নির্দিষ্ট কারণে সংঘটিত হয়। কারও সম্পদ লুট হয়ে যায়, কারও সন্তান মৃত্যুবরণ করে, কেউ দুর্ঘটনায় হাত-পা-চোখ হারায়, কেউ যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়, কেউ অনাহারে কষ্ট পায়, কেউ বিরূপ আবহাওয়ায় কষ্ট ভোগ করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্ব হারায় - যে মুসিবতের কথাই বলি না কেন প্রতিটির পেছনে কারণ রয়েছে, এগুলো যথেচ্ছ নয়।

আল কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে বালা-মুসিবত, রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্টের কারণ জানতে পারি; আরও জানতে পারি এ সমস্ত পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয়। এ সংক্রান্ত কুরআন হাদীসের জ্ঞান থাকলে আমরা বালা-মুসিবতকে সঠিক পদ্ধতিতে মোকাবেলা করতে পারব, আর এতে আমাদের দুটি কল্যাণ রয়েছে:

www.waytojannah.com

প্রথমত, সঠিক পন্থায় বালা-মুসিবতকে মোকাবেলা করার কারণে এর কষ্ট অনেকটা লাঘব হবে।

দ্বিতীয়ত, বালা-মুসিবতে সঠিক আচরণের কারণে আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট পুরস্কারের যোগ্য হব।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে কুরআন-হাদীসের আলোকে বালা-মুসিবত সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করা হল।

দুনিয়া ও আখিরাতের বাস্তবতা

বালা-মুসিবতের বিষয়টিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার শুরুতে দুনিয়া এবং আখিরাত - এই দুই জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সুন্দর ধারণা থাকা প্রয়োজন। একটি উপমা দিয়ে শুরু করা যাক:

একজন ব্যক্তির জন্য একটি সুন্দর বিলাস-বহুল বাড়ি তৈরী হচ্ছে। এই বাড়িতে সে বিশ-ত্রিশ বছর বসবাস করবে। বাড়িটি তৈরী করতে বছর দুই সময়ের প্রয়োজন। এই সময়টুকুতে সে একটি সস্তা ভাড়া-বাড়িতে থাকছে। এই ভাড়া-বাড়িতে ভাড়া যেমন কম, তেমনি সমস্যাও অনেক। কখনও পানি চলে যায়, কখনও বিদ্যুত থাকে না, কখনও বা গ্যাস কমে আসে। এছাড়া বাসাটা পুরোনো, দেখতেও সুন্দর নয় - ইত্যাদি নানা সমস্যা। কিন্তু এই লোকটির মনে দুঃখ নেই, কেননা সে জানে যে এই দু-বছর কষ্ট করার পর সে তার নিজের সুন্দর বাড়িতে উঠবে; যেখানে গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের সমস্যা নেই, বসবাসের জন্য রয়েছে যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা এবং অন্যান্য সুব্যবস্থা। মোটকথা বিশ-ত্রিশ বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে খুশি-মনে দু'বছরের কষ্ট মেনে নেয়।

www.waytojannah.com

উপরের উদাহরণ মাথায় রেখে আমরা যদি আখিরাতের সাথে দুনিয়ার তুলনা করি, তাহলে দেখব যে দুনিয়ার জীবন হয়ত সর্বোচ্চ ষাট-সত্তর বছর, কিন্তু আখিরাত অনন্ত। অনন্ত আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন যেন বিশাল সমুদ্রের তুলনায় পানির একটি ফোঁটার মত। দুনিয়ার জীবন যে কত তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী, তা বোঝাতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

যেদিন তারা তা [অর্থাৎ কিয়ামত] দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা [দুনিয়ায়] একটি সন্ধ্যা বা একটি সকালের বেশি অবস্থান করেনি।[১]

একটি চমৎকার হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ও আখিরাতের অভিজ্ঞতার তারতম্য তুলে ধরে বলেছেন:

« يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ »

জাহান্নামীদের মধ্যে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভোগবিলাসের মধ্যে যে ছিল, কিয়ামতের দিন তাকে নিয়ে আসা হবে এবং জাহান্নামে একবার ডুবিয়ে বলা হবে: হে আদম সন্তান, তুমি কি জীবনে কোনদিন উত্তম কিছু দেখেছ? তোমার জীবনে কি কোন সুখ এসেছিল? সে বলবে: আল্লাহর শপথ, না হে আমার রব! আর জান্নাতীদের মধ্য থেকে দুনিয়ায় সবচেয়ে

www.waytojannah.com

দুর্দশাগ্রস্ত লোকটিকে নিয়ে আসা হবে এবং জান্নাতে একবার ডুবিয়ে বলা হবে: হে আদম সন্তান তুমি কি জীবনে কোনদিন দুর্দশা দেখেছ? তোমার জীবনে কি কখনও কষ্ট এসেছিল? সে বলবে: আল্লাহর শপথ, না হে আমার রব! আমার জীবনে কোনদিন দুর্দশা আসে নি, আমি কোনদিন কষ্টের মুখও দেখিনি![২]

সুতরাং দুনিয়ার জীবন আমাদের কাছে যত দীর্ঘই মনে হোক, আর এর দুঃখ-কষ্ট যত বেশিই মনে হোক না কেন, যদি আমরা জান্নাতী হতে পারি, তবে জান্নাতের এক মুহূর্তের আনন্দে আমরা দুনিয়ার জীবনের সবটুকু কষ্ট ভুলে যাব - সুতরাং কতই না সামান্য এই কষ্ট! যে সারা জীবন ভোগ-বিলাসের মধ্যে সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত করেছে সে জীবনে একদিন কাঁটার আঁচড়ে যে সামান্য ব্যথা পেয়েছে তা অনুভব করে না। তেমনি জান্নাত লাভ করলে দুনিয়ার সমস্ত কষ্ট এই কাঁটার আঘাতের চেয়েও তুচ্ছ হয়ে যাবে।

আখিরাতের অনন্ত, অনিঃশেষ জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ক্ষণিকতা ও তুচ্ছতা বুঝতে পারলে তবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে দুনিয়ার বালা-মুসিবত যত বড়ই হোক তা ছোট, যত বেশিই হোক তা অল্প।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল: পৃথিবীতে মুমিনের দুঃখ-কষ্টের কোন অংশই বৃথা যাবে না, বরং সে বিপদে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকার কারণে অনন্ত জান্নাত লাভ করবে - যেখানে ভোগ-বিলাসের কোন শেষ নেই। আর আল্লাহ তাআলা একজন ধৈর্যশীল মুমিনকে তার প্রতিটি কষ্টের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন - যদিও বা তা

www.waytojannah.com

একটি কাঁটার খোঁচাও হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ »

যে বিপদই মুমিনের ওপর আসুক না কেন এমনকি কাঁটা বিঁধলেও এর কারণে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লেখেন অথবা তার একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।[৩]

দুনিয়ার জীবন পরীক্ষা: আর তাই বালা-মুসিবত থাকবেই

আল্লাহ দুনিয়াতে কেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন? মানুষ দুনিয়াকে অবাধে ভোগ করবে এজন্য? নাকি তার সমস্ত সাধ-আহ্লাদ পূরণ করার জন্য? এর কোনটিই নয়। বরং দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষার হলের মত। এখানে নির্দিষ্ট সময়ে কিছু দায়িত্ব পালন করে পাশ-নম্বর পেতে হবে, যে পাশ করবে তার পুরস্কার জান্নাত। আর যে এই পরীক্ষাকে ভুলে দুনিয়ায় ভোগের প্রতিযোগিতায় নামবে, তার পরিণতি জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন:

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝٢

www.waytojannah.com

বরকতময় সেই সত্তা যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলে সর্বোত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।[৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

নিশ্চয়ই যমীনের উপর যা কিছু আছে, তাকে আমি এর শোভা করেছি, তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কে কর্মে সর্বোত্তম।[৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

الٓمٓ ﴿١﴾ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣﴾

আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।[৬]

www.waytojannah.com

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ কিছু আসে নি। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথী মুমিনগণ বলছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' লক্ষ্য কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।[৭]

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٢﴾

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি[৮] **তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে?**[৯]

অতএব দুনিয়ার জীবনে বালা-মুসিবত আসবেই, কেননা আখিরাতের পূর্বেই আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে যাচাই করে নেবেন কারা জান্নাত লাভের যোগ্য। জান্নাতের মূল্য আদায় করে তবেই জান্নাতে যেতে হবে।

www.waytojannah.com

মুমিনের মুসিবত চিরস্থায়ী নয়

বিপদে মানুষ হতাশ হয়, মনে করে: আমার এই বিপদের বুঝি শেষ নেই! অথচ বাস্তবতা হল কোন বিপদই চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

আর নিশ্চয়ই কাঠিন্যের সাথেই রয়েছে সহজতা, নিশ্চয়ই কাঠিন্যের সাথেই আছে সহজতা।[১০]

এটা আল্লাহ তাআলার রীতি যে তিনি দুঃখ-কষ্টের পর সহজতা দান করেন, বিপদ দেন, আবার যথাসময়ে বিপদ তুলে নেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করে বলেন:

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

জেনে রাখ, ধৈর্যের সাথেই রয়েছে সাহায্য, আর বিপদের সাথেই মুক্তি। আর নিশ্চয়ই কাঠিন্যের সাথেই আছে সহজতা।[১১]

এমনকি আখিরাতেও মুমিনের কষ্ট স্থায়ী হবে না। যে ঈমানের মূল নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে তার পাপের কারণে জাহান্নামে শাস্তি পেলেও তা চিরস্থায়ী হবে না, বরং শাস্তি শেষে তাকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ »

www.waytojannah.com

যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে স্থায়ী হবে না।[১২]

অপর হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوْ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً

জান্নাতীরা জান্নাতে ও জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তাআলা বলবেন: যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে তাকে [জাহান্নাম থেকে] বের কর। ফলে তাদেরকে সেখান থেকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে তারা [আগুনে পুড়ে] কালো হয়ে গিয়েছে, এরপর তাদেরকে হায়া নামক নদীতে ফেলা হবে, ফলে তারা সেভাবে [সতেজ হয়ে] বেড়ে উঠবে যেভাবে শস্য প্লাবনের পার্শ্ববর্তী [পলিমাটিতে] বেড়ে ওঠে, তুমি কি দেখনি যে তা কিভাবে হলুদ রঙে পরস্পর জড়ানো অবস্থায় বের হয়?[১৩]

সুতরাং মুমিনের জন্য দুনিয়া কিংবা আখিরাতের কোন কষ্টই চিরস্থায়ী নয়।

বিপদাপদ মুমিনের জন্য কল্যাণকর

বালা-মুসিবতের মধ্যে একজন মুমিনের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে, যদি মানুষ এ কথা জানত, তবে বালা-মুসিবতে অভিযোগ করার পরিবর্তে

www.waytojannah.com

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করত! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »

মুমিনের বিষয় কতই না চমৎকার, তার সকল বিষয়ই কল্যাণকর, আর মুমিন ছাড়া আর কারও জন্য তা প্রযোজ্য নয়। যদি সে ভাল থাকে তবে শুকরিয়া করে আর তা তার জন্য কল্যাণকর হয়, আর যদি সে বিপদগ্রস্ত হয় তবে ধৈর্য ধারণ করে এবং সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।[১৪]

বিপদে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে মুমিনরা ধৈর্যশীলদের মর্তবায় পৌঁছায়, ফলে তারা আল্লাহ তাআলার ভালবাসা লাভ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٦﴾

আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।[১৫]

বালা-মুসিবতের কারণেই মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে, পাপকাজ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে আসে, জাহান্নামের পথ ছেড়ে জান্নাতের পথে আসে, দুনিয়ার জীবনের ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারে। আল্লাহ তাআলা জীবনে বালা মুসিবত না দিলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যেত, আল্লাহর অবাধ্য হত এবং আখিরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিত, ফলে মৃত্যুর পর তার পরিণতি হত জাহান্নাম - যা চিরস্থায়ী কষ্টের ঠিকানা।

www.waytojannah.com

দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর অপ্রিয় - এমন কোন কথা নেই

বালা মুসিবত সম্পর্কে আরেকটি প্রচলিত ভুল ধারণা এই যে যার জীবনে দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে সে আল্লাহর অপ্রিয়, আর যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে সেই আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা - এ ধারণা সঠিক নয়। আল-কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ভুল ধারণাটি খন্ডন করে বলেছেন:

فَأَمَّا ٱلْإِنسَـٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَـٰنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا ۖ

আর মানুষের অবস্থা এই যে যখন তার রব তাকে সম্মানিত করা এবং নিয়ামত দান করার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, সে বলে: আমার রব আমাকে সম্মানিত করলেন! আর যখন এভাবে পরীক্ষা করেন যে তার রিযিককে সংকুচিত করে দেন, সে বলে: আমার রব আমাকে লাঞ্ছিত করলেন! কখনোই এ ধারণা ঠিক নয়!...[১৬]

কারও সম্পদ, খ্যাতি, সৌন্দর্য, ক্ষমতা প্রমাণ করে না যে সে আল্লাহর প্রিয়, তেমনি কারও দারিদ্র্য, হীনতা, দুর্বলতা কিংবা দুর্দশাপূর্ণ জীবন প্রমাণ করে না যে সে আল্লাহর অপ্রিয়; বরং দুনিয়ার জীবনে যে আল্লাহর বেশি ঘনিষ্ঠ, তার পরীক্ষা তত বেশি কঠিন হয়! হাদীসে বর্ণিত:

عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله : أي الناس أشد بلاء ؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلى على

www.waytojannah.com

حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة

মুসআব বিন সাদ তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, কাদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন: নবীদের, এরপর যারা তাঁদের অধিকতর নিকটবর্তী তাদের। ব্যক্তিকে তার দ্বীনের স্তর অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়, যদি তার দ্বীন মজবুত হয় তবে পরীক্ষার মাত্রা বেড়ে যায়, আর যদি তার দ্বীনের মধ্যে দুর্বলতা থাকে, তবে তার দ্বীনের স্তর অনুযায়ী তার পরীক্ষা হয়। বিপদ-আপদ-পরীক্ষা ততক্ষণ বান্দার ওপর আসতেই থাকে যতক্ষণ না সে সকল পাপ থেকে মুক্ত অবস্থায় জমীনে বিচরণ করে।[১৭]

সুতরাং যার ঈমান যত মজবুত, তার পরীক্ষা তত বেশি হবে, আর যার ঈমানে দুর্বলতা পাওয়া যাবে, তাকে সহজ পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মর্যাদা বাড়ান এবং আখিরাতে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও সম্মানের পরিমাণ বাড়াতে থাকেন। আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন সহকারে বালা-মুসিবতে ধৈর্যধারণকারী মুমিনদেরকে আল্লাহ তাআলা মানুষের অনুসরণীয় আদর্শ বানিয়ে দেন যাদেরকে দেখে মানুষ আল্লাহর পথে চলতে শেখে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

www.waytojannah.com

আর আমরা তাদের মধ্য থেকে অনেক নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত - যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ইয়াকীন রাখত।[১৮]

অর্থাৎ ধৈর্য ও ইয়াকীনের কারণেই তারা দ্বীনের নেতৃত্ব লাভ করেছিল।

মানুষের পাপের কারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বালা-মুসিবত নেমে আসে

মানুষ বালা-মুসিবতে অনেক সময় না-বুঝেই আল্লাহকে দোষারোপ করে নাউযুবিল্লাহ! অথচ মানুষের নিজের পাপের ফলেই আল্লাহ মুসিবত দেন! আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

আর তোমাদের প্রতি যে মুসিবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। তবে অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন।[১৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم
بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে ফাসাদ প্রকাশ পেয়েছে, যেন আল্লাহ তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।[২০]

www.waytojannah.com

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

তোমার কাছে যে কল্যাণ পৌঁছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যে অকল্যাণ তোমার ওপর আপতিত হয়, তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে। ...[২১]

বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা, অনাবৃষ্টি, মরণব্যাধি প্রভৃতির কারণ যে মানুষের পাপ, তা ব্যাখ্যা করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم

যখনই কোন জাতির মধ্যে ফাহিশাহ তথা যেনা ব্যভিচার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে তারা তা প্রচার করবে, তখনই তাদের মধ্যে এমন সব রোগ ছড়িয়ে পড়বে যা তাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে ছিল না। যখনই তারা মাপে ও ওজনে কম দেবে তখনই খরা, অনাহার এবং শাসকের যুলুমের দ্বারা আক্রান্ত হবে। যখনই তারা মালের যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে - আর জীবজন্তু না থাকলে মোটেই তাদের ওপর বৃষ্টিপাত হত না। যখনই তারা আল্লাহর চুক্তি ও

www.waytojannah.com

রাসূলের চুক্তি ভঙ্গ করবে তখনই তাদের ওপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেয়া হবে, ফলে তারা তাদের মালিকানায় যা আছে তার একাংশ দখল করবে। আর তাদের নেতারা আল্লাহর কিতাবের দ্বারা বিচার-ফয়সালা না করলে তাদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে।[২২]

এই হাদীসটি আল্লাহর রাসূলের নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ বহন করে, কেননা তিনি জানিয়েছেন যে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ার ফলে সমাজে এমন সব নতুন নতুন রোগ দেখা দেবে যা অতীতের লোকেরা চিনত না। আজ আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করছি কিভাবে যেনা-ব্যভিচারের পথ ধরে এইডস সহ বিভিন্ন কঠিন রোগ বিস্তার লাভ করছে।

কুরআনের এ সমস্ত আয়াত ও হাদীস থেকে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে বালা-মুসিবত মানুষের হাতের কামাই, তাদের পাপের ফল। তাই আমাদের উচিৎ বিপদাপদে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে নিজেদেরকেই দোষারোপ করা, আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া, তওবা করে তাঁর আনুগত্যে ফিরে আসা যেন তিনি মুসিবত দূর করে দেন।

মুসিবতের কারণে মানুষ আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষিতা অনুভব করে

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বালা-মুসিবতের অনেক উপকারিতা ও কল্যাণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি উপকারিতা এই যে বিপদাপন্ন মানুষ আল্লাহর কাছে ধরনা দেয়া, তাঁর সাহায্য চাওয়া ও তাঁকে ডাকার তাগিদ অনুভব করে, ফলে সে আল্লাহর রহমত লাভের যোগ্য হয়। কেননা

www.waytojannah.com

মানুষ যদি আল্লাহকে না ডাকত, তাঁর কাছে সাহায্য না চাইত, তবে তিনি তাদের ব্যাপারে কোন পরোয়া করতেন না - আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ مَا يَعْبَؤُا۟ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ

বল, 'যদি তোমরা না-ই ডাক তাহলে আমার রব তোমাদের কোন পরোয়া করেন না।...'[২৩]

বালা-মুসিবত গুনাহ মাফের কারণ

দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা, রোগ-শোক, জান-মালের ক্ষতি, অঙ্গহানি, সম্পদহানি - যে মুসিবতের কথাই বলি না কেন, এগুলো একজন মুমিনের গুনাহ মাফের কারণ। এটা মুমিনের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর যে আল্লাহ তার পাপের শাস্তি আখিরাতের জন্য জমা না রেখে দুনিয়াতেই বালা-মুসিবতের মাধ্যমে তা লাঘব করে দেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ »

যে বিপদই মুমিনের ওপর আসুক না কেন, এমনকি কাঁটা বিধলেও এর কারণে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লেখেন অথবা এর কারণে তার একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।[২৪]

তিনি আরও বলেন:

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

www.waytojannah.com

মুমিন নর-নারীর জীবন, সন্তান ও সম্পদে একের পর এক বিপদ আসতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত গুনাহ থেকে মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়।[২৫]

তিনি অপর হাদীসে বলেন:

يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ

কিয়ামতের দিন যখন [দুনিয়ার জীবনে] বিপদগ্রস্তদের সওয়াব দেয়া হবে তখন [পৃথিবীতে] যারা নিরাপদ ছিল, তারা কামনা করবে: যদি [দুনিয়ায়] তাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হত![২৬]

মুসিবতের কারণে মানুষ দুনিয়ামুখী হওয়া থেকে নিজকে বাঁচাতে পারে

মানুষের চাওয়ার শেষ নেই, সে কিছু পেলেই আরও চায়। তাকে একটি উপত্যকা পূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হলে সে স্বর্ণের দ্বিতীয় আরেকটি উপত্যকা আকাঙ্ক্ষা করবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ

যদি আদম সন্তানের স্বর্ণপূর্ণ একটি উপত্যকাও থাকে তবে সে চাইবে যে তার দুটি উপত্যকা হোক! আর মাটি ছাড়া কোন কিছুই তার মুখ বন্ধ করতে পারবে না![২৭]

দুনিয়াকে ভোগের এই অনিঃশেষ তাড়না মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে, আখিরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল করে দিত, যদি না বালা-মুসিবতের

www.waytojannah.com

দ্বারা আল্লাহ তার লাগাম টেনে ধরতেন। আর তাই বালা-মুসিবত মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের জন্য রহমত। একজন বাবা যখন দেখে যে ছেলে লেখাপড়া বাদ দিয়ে সারাদিন খেলা নিয়ে মেতে আছে, সে মার দিয়ে হলেও ছেলেকে পড়তে বসায়, যেন সে পরীক্ষায় খারাপ না করে - এক্ষেত্রে বাবার শাসন ছেলের কল্যাণের জন্যই। তেমনি আল্লাহ তাআলাও দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে গাফেল বান্দাদেরকে আখিরাতমুখী করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

যদি সব মানুষ একই জাতিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে যারা রহমানের প্রতি কুফরী করে আমি তাদের গৃহসমূহের জন্য রৌপ্যনির্মিত ছাদ ও উর্ধ্বে আরোহণের সিঁড়ি তৈরী করে দিতাম। আর তাদের গৃহসমূহের জন্য [দিতাম] দরজা ও পালঙ্ক, যাতে তারা হেলান দেয়। আরও [দিতাম] স্বর্ণ। এই সবই দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছ ভোগ-সামগ্রী বৈ নয়। আর আখিরাত তো তোমার রবের কাছে মুত্তাকীদের জন্য সঞ্চিত রয়েছে।[২৮]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসীদেরকে দুনিয়াতে আরও বেশি পরিমাণে ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপকরণ দিয়ে দিতেন - যদি তা দেখে মুমিনদেরও পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকত। কেননা অবিশ্বাসীদেরকে যা কিছু সামান্য ভোগ-বিলাস তা দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া

www.waytojannah.com

হবে, আর আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এত বেশি পরিমাণে এজন্য দেননি যে যদি তা দিতেন, তবে তাদের ভোগ-বিলাস দেখে মুমিনরা ফিতনায় পড়ত এবং ভাবত যে সম্ভবতঃ তারাই সত্যের উপর আছে, আর তাই বুঝি তাদের এত সমৃদ্ধি, উন্নতি!

বালা-মুসিবতে রয়েছে মানুষের জন্য সতর্কবাণী

বালা-মুসিবত দিয়ে আল্লাহ তাআলা গাফেল মানুষকে সতর্ক করেন, যেন সময় থাকতেই তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে বিভিন্ন কওমের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর আমি তাদেরকে দারিদ্র্য ও দুঃখ দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা অনুনয় বিনয় করে। সুতরাং যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল, তারা কেন বিনীত হল না? কিন্তু তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা করত, শয়তান তাদের জন্য তা শোভিত করেছে।[২৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

www.waytojannah.com

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে ফাসাদ প্রকাশ পেয়েছে, যেন আল্লাহ তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৩০]

কঠিন সময়ে ইবাদতের বিশেষ সওয়াব রয়েছে

বালা-মুসিবতের আরেকটি উপকারিতা এই যে এ অবস্থায় ইবাদতের সওয়াব বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ

বালা-মুসিবতের সময়ের ইবাদত আমার নিকট হিজরতের সমতুল্য।[৩১]

বিপদাপদের কারণেই মানুষ নিয়ামতকে চিনতে পারে

আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে অসংখ্য নিয়ামতে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

আর তোমরা যা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অধিক যালেম ও অকৃতজ্ঞ।[৩২]

আমরা আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতে সর্বদা নিমজ্জিত থাকার কারণে এগুলো খেয়াল করি না, এগুলোর শুকরিয়া আদায় করি না। আল্লাহর অনুগ্রহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে আমরা এগুলোর স্বীকৃতি দিই না, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না। আল্লাহ পাকের সহস্র নিয়ামতের বিপরীতে একটি

www.waytojannah.com

মুসিবত আসলে আমরা অকৃতজ্ঞের মত সহস্র নিয়ামতকে ভুলে একটি মুসিবত নিয়ে অভিযোগে মেতে উঠি! অথচ এই একটি মুসিবতও বিনা কারণে আসে নি, বরং তা তাৎপর্যপূর্ণ এবং মুমিনের জন্য এতে রয়েছে বহুবিধ কল্যাণ যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং বালা-মুসিবতের একটি উপকারিতা হল নিয়ামতকে চিনতে পারা। যে এক বেলা খাবার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে বুঝতে পারে যে প্রতি বেলায় খাদ্য পাওয়া আল্লাহ তাআলার কত বড় নিয়ামত। যে চোখ হারিয়েছে, সে বুঝতে পারে চোখ কতই না অমূল্য!

মুনাফিক থেকে খাঁটি মুমিনের পার্থক্য করা সম্ভব হয়

বালা-মুসিবতের একটি অন্যতম তাৎপর্য হল মুনাফিক থেকে প্রকৃত মুমিনকে পৃথক করা। মুনাফিকদের লক্ষণ এই যে তারা কেবল সুখের দিনে আল্লাহর ইবাদত করে, কিন্তু ফিতনা-ফাসাদ বালা-মুসিবতের মুখে তারা পিঠটান দেয়, কুফরীতে ফিরে যায়, ইসলামের শত্রুদের সাথে হাত মেলায়। আগুনের উত্তাপেই যেমন খাঁটি সোনা খাদ থেকে পৃথক হয়, তেমনি বালা-মুসিবতের মধ্য দিয়ে মুনাফিকদের চেহারা ও স্বরূপ প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ

আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মুমিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছ। যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে।...[৩৩]

www.waytojannah.com

বালা-মুসিবত পরোপকারের মাধ্যমে সওয়াব হাসিলের উপায় ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হওয়ার কারণ

একদল লোক বিপদগ্রস্ত হওয়ার দ্বারাই অন্যদের জন্য সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের সুযোগ আসে। এমনিভাবে মুসলিমরা রোগ-শোক, বিপদাপদে একে অপরকে সেবা-শুশ্রুষা ও সাহায্য করার মাধ্যমেই মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয় এবং সুগঠিত হয় মুসলিম সমাজ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার কাম্য চিত্রটি তুলে ধরে বলেন:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

পরস্পর ভালবাসা, দয়া ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে মুমিনদের উপমা একটি দেহের মত যার একাংশ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরের দ্বারা এর সাথে একাত্ম হয়।[৩৪]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।[৩৫]

www.waytojannah.com

বালা-মুসিবতে আমাদের করণীয়

১. তওবা-ইসতিগফার:

ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে বালা-মুসিবতের কারণ হল মানুষের পাপ। সুতরাং বালা-মুসিবতে মুমিনের কর্তব্য হল পাপ ছেড়ে দিয়ে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে আসা। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে খাঁটি তওবা করার আহবান জানিয়ে বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর, খাঁটি তওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।[৩৬]

এই খাঁটি তওবা হল এমন তওবা যার পর বান্দা পুনরায় পাপের পথে ফিরে যায় না। তওবা-ইসতিগফার করা বিপদ-মুক্তি ও কল্যাণ লাভের অন্যতম কারণ। আল্লাহ পাক, নূহ আলাইহিস সালামের জাতির প্রতি তাঁর দাওয়াতকে উল্লেখ করে বলেন:

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـٰرًا ﴿١٢﴾

www.waytojannah.com

আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।'[৩৭]

অর্থাৎ নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে জানিয়েছেন যে যদি তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাগতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করবেন।

২. সবর

বিপদাপদে সাহায্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হল সবর বা ধৈর্য। সাহায্য চাইতে হবে ধৈর্যের সাথে, ধৈর্যকে বানাতে হবে সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[৩৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

www.waytojannah.com

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।[৩৯]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »

মুমিনের বিষয় কতই না চমৎকার, তার সকল বিষয়ই কল্যাণকর, আর মুমিন ছাড়া আর কারও জন্য তা প্রযোজ্য নয়। যদি সে ভাল থাকে তবে শুকরিয়া করে আর তা তার জন্য কল্যাণকর হয়, আর যদি সে বিপদগ্রস্ত হয় তবে ধৈর্য ধারণ করে এবং সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।[৪০]

তিনি আরও বলেন:

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

জেনে রাখ, ধৈর্য্যের সাথেই রয়েছে সাহায্য, আর বিপদের সাথেই মুক্তি, আর নিশ্চয়ই কাঠিন্যের সাথেই আছে সহজতা।[৪১]

৩. সালাত:

বিপদে সাহায্য রয়েছে সালাতের মধ্যে, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

www.waytojannah.com

আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।[৪২]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদাপদে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাইতেন, হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর ওপর কোন বিপদাপদ আসলে তিনি সালাত আদায় করতেন।[৪৩]

৪. দোয়া

আল্লাহ তাআলা বালা-মুসিবত নির্ধারণ করেন, আবার তিনিই বিপদ থেকে মুক্তি দেন। আসমান ও যমীনের সকল নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তাঁরই হাতে, সকল কিছুই তাঁর ইচ্ছাধীন - এ কথা যে বিশ্বাস করে, সে বুদ্ধিমানের মত বিপদে আল্লাহর দরবারে ধরনা দেয়, তাঁর কাছেই হাত পাতে, তাঁরই নিকট ক্রন্দন করে, দোয়ার মাধ্যমে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ তাআলা বান্দার ডাকে সাড়া দেন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহঙ্কার বশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৪৪]

www.waytojannah.com

তিনি আরও বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো কাছেই। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যেন তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়।[৪৫]

৫. সৃষ্টির উপকার করা ও সৃষ্টিকে রহম করা

আমরা যদি আল্লাহর সাহায্য পেতে চাই, তবে সৃষ্টিকে সাহায্য করি। আমরা যদি আল্লাহর রহমত পেতে চাই, তবে সৃষ্টিকে রহম করি। আমরা সৃষ্টির সাথে যেমন আচরণ করব, আল্লাহর কাছেও আমরা তেমনই বদলা পাব। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

« مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

যে কোন মুমিনের দুনিয়াবী বিপদসমূহের মধ্যে কোন একটি বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের বিপদসমূহের মধ্যে একটি বিপদ দূর করবেন। যে ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায়কে সহজ করে দেবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়াদি সহজ করে দেবেন। যে কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তার সাহায্য করতে থাকেন।[৪৬]

www.waytojannah.com

হাদীসে আরও বর্ণিত:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا أَوْ قَالَ إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ

মুওয়াউইয়াহ বিন কুররাহ তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, ভেড়া যবেহ করার সময় আমি একে রহম করি, তিনি বললেন: ভেড়াকে তুমি যদি রহম কর তবে আল্লাহ তোমাকে রহম করবেন।[৪৭]

যদি একটি ভেড়াকে রহম করার কারণে একজন মানুষ আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের যোগ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই যে মানুষকে দয়া করে, সে আল্লাহর দয়া লাভের অনেক বেশি দাবীদার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

যে মানুষকে রহম করে না, আল্লাহ তাকে রহম করেন না।[৪৮]

তিনি বলেন:

« الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ »

দয়ালু লোকদেরকে রহমান দয়া করেন, পৃথিবীবাসীকে তোমরা রহম কর, তবে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে রহম করবেন।[৪৯]

www.waytojannah.com

শেষ কথা:

এখানে বালা-মুসিবতের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে সংক্ষেপে আলোচিত হল। আল্লাহ তাআলা আমাদের জ্ঞানার্জনকে কবুল করুন, অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জীবনের বালা-মুসিবতকে সঠিক পন্থায় মোকাবেলা করার তাওফীক দান করুন।

প্রান্তটীকা

[১]সূরা আন নাযিয়াত, ৭৯ : ৪৬

[২]মুসলিম।

[৩]মুসলিম।

[৪]সূরা আল মুলক, ৬৭ : ১-২।

[৫]সূরা আল কাহফ, ১৮ : ৭।

[৬]সূরা আল আনকাবুত, ২৯ : ১-৩।

[৭]সূরা আল বাকারা, ২ : ২১৪।

[৮]আল্লাহ আগে থেকেই জানেন।
এখানে উদ্দেশ্য হল সংঘটিত হয়েছে বলে জানা।

[৯]সূরা আলে ইমরান , ৩ : ১৪২।

[১০]সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৫-৬।

[১১]আত তাবারানী ও অন্যান্য।

[১২]আবু দাউদ ও অন্যান্য।

[১৩]বুখারী, মুসলিম।

[১৪]মুসলিম।

[১৫]সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪৬।

[১৬]সূরা আল ফজর, ৮৯ : ১৫-১৬।

[১৭]আহমদ, তিরমিযী ও অন্যান্য।

[১৮]সূরা আস সাজদা, ৩২ : ২৪।

[১৯]সূরা শূরা, ৪২ : ৩০।

[২০]সূরা আর রূম, ৩০ : ৪১।

[২১]সূরা আন নিসা, ৪ : ৭৯।

[২২]ইবনু মাজাহ, বাযযার, বায়হাকী প্রমুখ।

[২৩]সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ৭৭।

[২৪]আত তিরমিযী।

[২৫]মুসলিম।

[২৬]মুসলিম।

[২৭]বুখারী, মুসলিম।

[২৮]সূরা আয যুখরুফ, ৪৩ : ৩৩-৩৫।

[২৯]সূরা আল আনআম, ৬ : ৪২-৪৩।

[৩০]সূরা আর রূম, ৩০ : ৪১।

[৩১]মুসলিম।

[৩২]সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৪।

[৩৩]সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭৯।

[৩৪]বুখারী, মুসলিম।

[৩৫]বুখারী, মুসলিম।

[৩৬]সূরা আত তাহরীম, ৬৬ : ৮।

[৩৭]সূরা আন নূহ, ৭১, ১০-১২।

[৩৮]সূরা আল বাকারা, ২ : ১৫৩।

[৩৯]সূরা আল বাকারা, ২ : ১৫৫-১৫৭।

[৪০]মুসলিম।

[৪১]আত তাবারানী ও অন্যান্য।

[৪২]সূরা আল বাকারা, ২ : ৪৫।

[৪৩]আহমদ ও আবু দাউদ।

[৪৪]সূরা গাফির, ৪০ : ৬০।

[৪৫]সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৬।

[৪৬]মুসলিম।

[৪৭]আহমদ।

[৪৮]বুখারী।

[৪৯]আবু দাউদ।

www.waytojannah.com

বুকলেট

লেকচার ডিভিডি

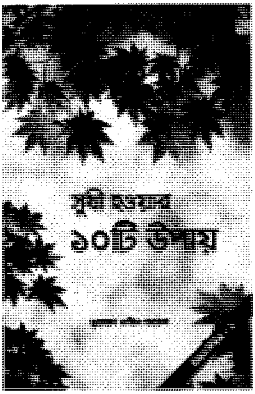

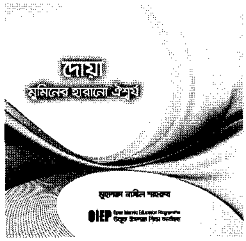

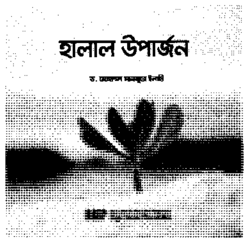

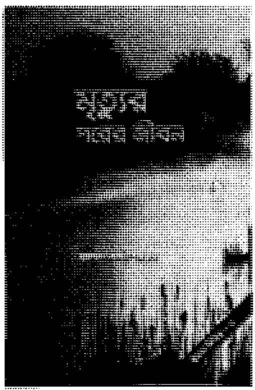

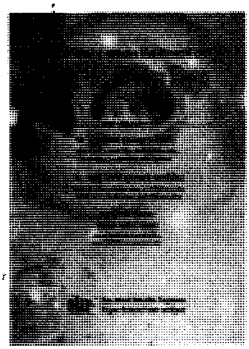

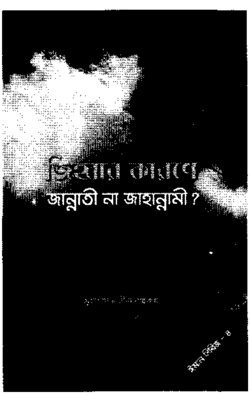

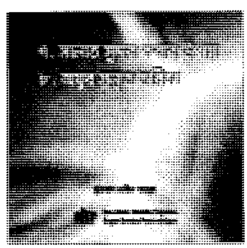

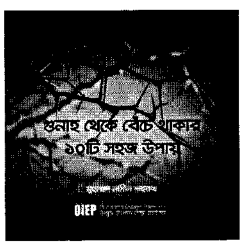

হোম ডেলিভারির জন্য কল করুন: ০১৭৭৫ ৩০০ ৫০০

www.waytojannah.com

ঈমান সিরিজ - ২

বালা-মুসিবত : কারণ ও করণীয়

সংশয়বাদীরা প্রশ্ন করে: যদি স্রষ্টা থেকেই থাকেন, তবে পৃথিবীতে বিপদাপদ, রোগ-শোক, যুলুম-অনাচার এবং সর্বোপরি মন্দের অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব? এই আলোচনায় সংশয়বাদীদের এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার পাশাপাশি আলোকপাত করা হয়েছে বালা-মুসিবতের বিভিন্ন কারণ, তাৎপর্য ও করণীয় সম্পর্কে।

ঈমান সিরিজ-এর অন্যান্য বই

ও.আই.ই.পি. পরিচিতি

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ছাড়া একজন মানুষের ঈমান-আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী কিংবা মুআমালাত-লেনদেন - এর কোনটিই শুদ্ধভাবে করা সম্ভব নয়। আর যা শুদ্ধ নয়, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করাকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন:

জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। - ইবনে মাজাহ।

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সুসংবাদ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। - বুখারী, মুসলিম।

জ্ঞানী ব্যক্তি নিজে যেমন আলোকিত, তেমনি অপরকেও তিনি আলোকিত করেন। এজন্য জ্ঞানান্বেষী শুধু নিজের আমলের সওয়াব নয়, বরং অন্যদের আমলের সওয়াবও নিজের "হিসাবে" জমা করতে পারেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

যে ভালকাজের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য রয়েছে এর সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব। - মুসলিম।

জ্ঞানের এই গুরুত্বকে সামনে রেখে দ্বীনের জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই ও.আই.ই.পি. প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান কোর্স, লেকচার, বই, বুকলেট, ভিডিও, অডিও আকারে ও অন্যান্য মাধ্যমে সর্বসাধারণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে আমরা সচেষ্ট।

OIEP Open Islamic Education Programme
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম
www.oiep.net info@oiep.net 01733559135
স্যুইট: ৩০৩, প-৯/৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২